কৃষি সুপারিশ

৮-১১ এপ্রিল, ২০২৪ (২৫-২৮ই চৈত্র, ১৪৩০)

পাট : জমিতে 'জো' থাকলে অথবা 'জো' করে নিয়ে পাট বীজ বুনুন।। **তিতা পাটের** জাত: সোনালী, সবুজ সোনা, শ্যামলী, পদ্মা, রেশমা, শ্রাবন্তী ইত্যাদি। পাটের বীজ আকারে খুব ছোট তাই মাটি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরী করুন। হেক্টর প্রতি তিতা পাটের বীজ সারিতে ৬ কেজি পরিমান বুনুন।ছিটিয়ে বুনলে হেক্টরে ৮ কেজি বীজের প্রয়োজন।বীজ শোধনের জন্য কার্বেন্ডাজিম-৫০% ২ গ্রাম অথবা থাইরাম-৭৫% ৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে নিন। ৮-১০ ইঞ্চি দূরত্বে সারিতে ৪ ইঞ্চি পর পর বীজ বুনুন।হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার, ২৫ কেজি ফসফেট, ও ১২.৫ কেজি পটাশ জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করুন। হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি জীবাণুসার ব্যবহার করুন।

মিঠা পাট (দক্ষিণবঙ্গে চাষের উপযুক্ত) : নবীন, বাসুদেব, সুর্য, শক্তি, সুবর্ণ-জয়ন্তী, সাবিত্রী, সুবলা ইত্যাদি। বীজের হার:: ছিটিয়ে বুনলে ৬ কেজি ও সারিতে বুনলে ৪ কেজি বীজ হেক্টর প্রতি বুনুন। **বীজ শোধন::** কার্বেন্ডাজিম (৫০%) ২ গ্রাম বা থাইরাম (৭৫%) ৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে একটি মুখবন্ধ পাত্রে ১০ মিনিট ঝাঁকিয়ে নিন।

মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনে অম্লত্ব শোধন করে সার দিন, অন্যথায় মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন ও অ্যাজোফস ১৫ কেজি, এছাড়া ২০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। মিঠাপাটের বীজ ২০ সেমি X ৫-৭ সেমি দূরত্তে বুনুন। রাসয়নিক ঔষধ দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য বীজ বোনার ২ দিন আগে **ফ্লুক্লোরালিন ৪৫%** প্রতি লিটার জলে ৬ মিলি হারে অথবা **কুইজালোফপ ইথাইল ৫%** চারা বেরোনোর ১ সপ্তাহ, ২ সপ্তাহ ও ৩ সপ্তাহ পরে যথাক্রমে ১ মিলি, ২ মিলি ও ৩ মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে মাটিতে রস থাকা অবস্থায় স্প্রে করুন।**মিঠা পাটের** ক্ষেত্রে বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহ পরে ডাইসোডিয়াম অক্টাবোরেট ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে পাতায় স্প্রে করুন।

বোরো ধান :

রোগ-পোকা আক্রমনের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। আই.পি.এম পদ্ধতিতে শত্রু পোকা ও বন্ধু পোকার অনুপাত দেখে প্রয়োজনে ঔষধ প্রয়োগ করুন। অপকারী পোকা ও লার্ভা নিয়ন্ত্রনে পাখি বসার জন্য ক্ষেতের মাঝে মাঝে খুঁটি পুঁতে দিন । বন্ধু-পোকা যেমন, মাকড়সা, লেডী-বিটল, লম্বা-শুড় ঘাস ফড়িং,উড়চুঙ্গা, মিড়িড-বাগ, ওয়াটার-বাগ ও নানা ধরনের বোলতা এবং শত্রু-পোকা যেমন, বাদামী শোষক পোকা, পাতা-মোড়া পোকা, লেদা-পোকা, চুঙ্গী-পোকা, মাজরা-পোকা ইত্যাদির অনুপাত দেখুন। বন্ধুপোকার সংখ্যা বেশী হলে বা শত্রুপোকার সমান হলে ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ভেঁপু পোকার আক্রমনে শতকরা ৬টি পিঁয়াজকলি আকারের পাতা দেখতে পেলে একর প্রতি ফিপ্রোনীল ০.৩ জি ৭.৫ কেজি অথবা কার্বফিউরান ৩জি ১২ কেজি দানা ঔষধ জমিতে ছিপছিপে জল থাকা অবস্থায় মাটিতে প্রয়োগ করুন এবং ৭ দিন ১-২ ইঞ্চি পরিমান জল ধরে রাখুন।

বাদামী শোষক পোকার আক্রমন-এর ক্ষেত্রে ক্ষেতের বিভিন্ন স্থানে ১৫টি গুছির মধ্যে পর পর ৩টি গুছির গোঁড়ায় ১০টির বেশী পোকা থাকলে এবং ঐ সময় বন্ধুপোকা যেমন, মাকড়সা, লেডী-বিটল, লম্বাশুর ঘাস-ফড়িং,উরচুঙ্গা ইত্যাদির সংখ্যা শত্রুপোকার তুলনায় খুবই কম হলে ঔষধ প্রয়োগ করুন।এইজন্য ক্লোরোপাইরিফস-১.৫% বা কুইনালফস-১.৫%গুড়ো ঔষধ হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি পরিমানে গাছে ও বিশেষ করে গাছের গোঁড়ায় ডাষ্টিং করুন।

পামরী পোকার আক্রমনে পাতায় সাদা সাদা দাগ দেখা যায়।রোয়ার ৪০ দিনের মধ্যে প্রতি গুছিতে ১টি পূর্নাঙ্গ কীট বা ১-২টি ক্ষতিগ্রস্থ পাতা দেখা দিলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন। **পাতামোড়া পোকার** জন্য প্রতি গুছিতে ১-২টি পাতা মুড়ে আছে এমন ক্ষতিগ্রস্থ পাতা দেখা দিলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন। **চুঙ্গী পোকা** আক্রমনে প্রতি গুছিতে ১-২টি ক্ষতিগ্রস্থ পাতা বা চোঙ্গা দেখা দিলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

লদা পোকা, পামরী পোকা, পাতামোড়া পোকা, চুঙ্গী পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিকালের দিকে সুপারিশ মতো যে কোনো একটি কীটনাশক ঔষধ যেমন, অ্যাজাডাইরেক্টিন (১০,০০০ পিপিএম) ৩ মিলি বা ডাইক্লোরোভস ৭৬ % ০.৭৫ মিলি বা থায়াডিকার্ফ ৭৫% ইসি ১ গ্রাম বা ডায়াফেনথিউরন ৫০% ডব্লু পি ১ গ্রাম বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৫০ এস.পি ১ গ্রাম বা ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ২.৫ মিলি বা ফিপ্রোনীল ৫ এস. সি ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

মাজরা-পোকার আক্রমনে মাঝের পাশকাঠি বা শীষ সাদা হয়ে যায়। ধানের জমিতে শতকরা ৫টি সাদা মাঝের পাতা বা শুকনো শীষ দেখা দিলে এবং বন্ধু পোকা যেমন, মাকড়সা, লেডি-বিটল, লম্ব-শুড় ঘাস ফড়িং, উড়চুঙ্গা, ওয়াটার-বাগ, মিরিড-বাগ, পরজীবী বোলতা ইত্যাদির সংখ্যা কম থাকলে ঔষধ প্রয়োগ করুন। মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য **একর** প্রতি কার্বফিউরান ৩জি ১০ কেজি দানা ঔষধ জমিতে ছিপছিপে জল থাকা অবস্থায় মাটিতে প্রয়োগ করুন এবং ৭ দিন ১-২ ইঞ্চি পরিমান জল ধরে রাখুন আথবা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড-৫০% এস.পি ১ গ্রাম বা এসিফেট ৭৫ ডব্লু পি ০.৭৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

ঝলসা রোগের আক্রমনে পাতার উপর হালকা থেকে গাঢ় বাদামী রঙের মাকুর মতো দাগ দেখা দিলে ট্রাইসাইকাজোল ০.৬ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজোল ২.০ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে বিকালে পাতায় স্প্রে করুন।

কৃষি বিভাগ কতৃক প্রচারিত তাপ প্রবাহ জনিত সর্তকবার্তা মেনে চলুন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে - সুধীর কুমার হাজরা,

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ